দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১৩

৫৭

শিক্ষাঙ্গনে

গাইডবের করারপ্রতিযোগিতা

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশ হল আমাদের বাংলাদেশ। দরিদ্র হওয়ার দরুন আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও নিম্নতর। একটা জাতির মেরুদণ্ড হল শিক্ষা। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এ দেশের মান উন্নত করার জন্য রাজনীতিবিদ, শিক্ষিত সমাজ কেউ এগিয়ে আসছে না। তারা সবাই তাদের স্বার্থ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত। বর্তমানে একটা সিস্টেম দেখে অবাক হচ্ছি, এক শ্রেণীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গাইড বের করছে। এই গাইড যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে— মনে হয় এটা দেখার মত দেশে কোন শিক্ষা মন্ত্রণালয় নেই। আমাদের দেশের শিক্ষকরা কেন দেশের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য এগিয়ে আসছেন না। পাশের দেশ শ্রীলংকাতে শিক্ষার হার কত, তা মনে হয় আমাদের শিক্ষকদের জানা নেই, তা না হলে দেশের ছাত্রদের নকল বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকরা গাইড প্রকাশ করার প্রতিযোগিতায় নামতেন না।

—মোহাঃ নাছির উদ্দিন

সিলেট সরকারী মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স

বৃহত্তর সিলেট জেলার একটি প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সিলেট মহিলা মহাবিদ্যালয়। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে এ মহাবিদ্যালয় অনেকদিন যাবত। দুঃখজনক বিষয় হলো, আজও এ মহাবিদ্যালয়ে ডিগ্রী পর্যায়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়নি। এছাড়াও ডিগ্রী পর্যায়ে কলা বিভাগে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয় পড়ানো হয়। সিলেট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স চালুর দাবী আজ সিলেটের আপামর শিক্ষানুরাগী মহলের।

ফলশ্রুতিতে কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্রী অনার্স কোর্স নিয়ে পড়াশুনার ইচ্ছা পোষণ করলেও তারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক ছাত্রী কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাসের পর পাস কোর্সে ভর্তি হয় আবার অনেকেই পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। সিলেট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে যদি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয় তাহলে অনেক ছাত্রীই তাদের পছন্দ মাফিক পড়াশুনার সুযোগ পাবে। এ বিষয়ে মহিলা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরো সচেষ্ট হতে হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সিলেট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ডিগ্রী পর্যায়ে অনার্স কোর্স চালুর প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানে এগিয়ে আসেন তাহলে বৃহত্তর সিলেট জেলার ছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথকে আরো প্রশস্ত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উত্থাপিত বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন— এই আশা পোষণ করছি।

রোখসানা খালেদা নার্গিস